ভারতীয় শিক্ষাবিদ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) :

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার আকাশে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন মধ্যাহ্ন সূর্যের মত দেদীপ্যমান। তাঁর অসামান্য প্রতিভা, অগাধ পান্ডিত্য, সুদুর্লভ মনুষ্যত্ব, গভীর স্বজাত্যবোধ প্রভৃতির জন্য তিনি দেশে বিদেশে প্রাতঃ স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। কবি মধুসুদন দত্তের ভাষায় তিনি ছিলেন, "বিদ্যার সাগর, করুণার সিন্ধু ও দীনের বন্ধু"। তিনি রাজা রামমোহনের উত্তর সাধকের ভূমিকা যথার্থভাবে পালন করেন।

বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত জীবনী : মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবী। গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসেন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। এই সময় তিনি আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করেন। পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা, পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনা, প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী বই লেখা, উপন্যাস লেখা, সমাজ সংস্কার মূলক কাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি কাজে তিনি আমৃত্যু ব্যস্ত ছিলেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়।

বিদ্যাসাগর ও প্রাথমিক শিক্ষা : বিদ্যাসাগরের সময় উচ্চশিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা বেশী করে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করত। সে সময় প্রাথমিক শিক্ষা ছিল প্রায় অবহেলিত। বাংলা দেশের দেশীয় পাঠশালা গুলির অবস্থা ছিল শোচনীয়। এগুলির সংস্কার ও উন্নতির প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মি: হ্যালিডেও দেশজ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির খারাপ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। এইজন্য বিদ্যাসাগর মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও মনোন্নয়নের জন্য বিদ্যাসাগরের মূল বক্তব্যগুলি হল :

শিক্ষার মাধ্যম : মাতৃভাষা (বাংলা)-ই হবে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানের একমাত্র মাধ্যম। কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা সহজে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে।

পাঠ্যসূচি : লেখা পড়ার সাথে সাথে গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি, নীতিবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় বিদ্যালয়ে শেখানো হবে বলে তিনি স্থির করেন। অর্থাৎ তিনি পাঠ্যসূচিতে আধুনিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

মডেল স্কুল : তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির মডেল-স্কুল গুলির পরিকল্পনা উপস্থাপন করলেন বিদ্যাসাগর। প্রত্যেক মডেল স্কুলে থাকবেন একজন হেড পন্ডিত এবং দুজন সহকারী পন্ডিত। মেদিনীপুর, হুগলি, বর্ধমান, নদিয়া জেলায় অবস্থিত মডেল স্কুল গুলি মাধ্যমিক স্কুল থেকে দূরে স্থাপিত হবে।

পরিদর্শন ব্যবস্থা : বিদ্যালয়গুলিতে সুস্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করার জন্য তিনি পরিদর্শন প্রথা প্রবর্তন করেন। একজন পরিদর্শকের অধীনে থাকবে দুটি করে জেলা।